গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের উপর অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. নাহিদ রশীদ, সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ ও সময়	:	৩১ জুলাই ২০২৩, দুপুর ১২.০০ টা
সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা	:	পরিশিষ্ট-'ক'

সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় আলোকপাত করা হয় এবং এসকল প্রতিশ্রুতির সাথে সরকারের পূর্বের মেয়াদ এবং বর্তমান মেয়াদেও অনেক ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্বাচনী ইশতেহারেরও সম্পর্ক রয়েছে বিধায় প্রতিশ্রুতিসমূহ দ্রুততম সময়ে বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে একমত পোষণ করে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবেন মর্মে জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব জনাব মোসাম্মৎ জোহরা খাতুন গত ২৫ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন। কোন সংশোধনী না থাকায় গত সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। সভায় এ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ নির্দেশনা বাস্তবায়নের বিষয়ে অগ্রগতি অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ০৬ (ছয়) টি প্রতিশ্রুতি নিম্নরুপ:

ক্র. নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিসমূহ	ঘোষণার সময়কাল	বাস্তবায়ন সময়কাল	বাস্তবায়নকারী অধিদপ্তর	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	মন্তব্য
১.	সিরাজগঞ্জে সরকারী ভেটেরিনারি কলেজ স্থাপন করা।	০৯-০৪-২০১১	জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	
২.	মৎস্য চাষে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে সিরাজগঞ্জে মৎস্য ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট স্থাপন করা।	০৯-০৪-২০১১	জুলাই, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত।	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	
৩.	জেলেদের জন্য কৃষির অনুরূপ পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। (জেলেদের নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র প্রদান প্রকল্প)	২১-০৭-২০১০	জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৭	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	রাজস্বখাত হতে বর্তমানে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৪.	গোপালগঞ্জ জেলায় হাঁস-মুরগীর হ্যাচারি স্থাপন।	০৩-০৫-২০১০	অক্টোবর,২০১১ হতে জুন,২০১৮	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	
৫.	চাঁদপুর মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ডিপ্লোমা কোর্স চালুকরণ।	২৭-০৪-২০১০	১৬/০৯/২০১৫ তারিখ হতে শুরু হয়	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	চলমান রয়েছে।
৬.	জাটকা ধরা বন্ধ রাখলে ১০ কেজির বদলে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান।	৩০-০৭-২০০৯	২০১২-১৩ অর্থবছরে শুরু হয়	মৎস্য অধিদপ্তর	বাস্তবায়িত	চলমান রয়েছে।

এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন সময়ে নিম্নরূপ নির্দেশনাসমূহ প্রদান করেন। যার বাস্তবায়ন অগ্রগতি ধারাবাহিকভাবে প্রদান করা হয়েছে:

ক্র.নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা	আলোচনা	গৃহিত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
১.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে সকলকে সম্পৃক্ত করতে হবে।	প্রশাসন-১ অধিশাখার উপসচিব সভায় জানান যে, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ৭ টি লক্ষ্যমাত্রায় লিড, ৩ টি লক্ষ্যমাত্রায় কো-লিড ও ৩০ টি লক্ষ্যমাত্রায় এসোসিয়েট হিসেবে কাজ করছে। দারিদ্র ও ক্ষুধামুক্ত বাংলাদেশ বিনির্মাণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করছে। সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত SDG Action Plan অনুযায়ী প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ SDG কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে থাকে। বর্তমানে ২য় SDG Action Plan মুদ্রণের পর্যায়ে রয়েছে। তবে চলমান বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে।	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম যথাযথভাবে চলমান রাখতে হবে।	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) এর ফোকাল পয়েন্ট ও বিকল্প কর্মকর্তা
২.	হাওর এলাকায় অধিক পরিমাণে মৎস্য চাষ এবং সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, পরিকল্পনা কমিশনের অনুশাসন অনুযায়ী নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন এবং পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।	প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক আগামি ২২.০৮.২০২৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব পরিকল্পনা)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক,বিএফআরআই
৩.	এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মৎস্য এবং হালাল মাংস সৌদি আরবসহ মুসলিম দেশসমূহে রপ্তানি করা যেতে পারে।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, ২০২২-২৩ অর্থবছরে মধ্যপ্রাচ্যে মোট ২,৭২৮.৪৭ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। তন্মধ্যে সৌদি আরবে ৯৯২.২৬ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে মধ্যপ্রাচ্যে মোট ৪,৬৫৭.৯৮ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে। তন্মধ্যে সৌদি আরবে ১৩৯৫.৪৭ মে.টন মৎস্য ও মৎস্যপণ্য রপ্তানি হয়েছে।	রপ্তানিযোগ্য মৎস্য ও মৎস্যপন্যের গুণগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/প্রাস)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
		প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, কুয়েত এবং মালদ্বীপে মোট মাংস রপ্তানি চলমান আছে। সৌদি আরবে হালাল মাংস রপ্তানির জন্য Saudi Food and Drug Authority (SFDA) কর্তৃক আরোপিত সাময়িক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারে গৃহীত পদক্ষেপের অগ্রগতি নিম্নরূপ: ১. ইপিডেমিওলজি ইউনিট ও ল্যাবরেটরি কার্যক্রম গ্রহণ শেষে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। ২. প্রতিবেদনটি FAO-ECTAD (Food and Agriculture Organization-Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases), Bangladesh এর নিকট দাখিল করা হয়েছে। ৩. FAO-ECTAD, Bangladesh থেকে প্রতিবেদনটির মূল্যায়ন পাওয়া যায়নি। ৫. FAO-ECTAD থেকে মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাওয়া গেলে SFDA বরাবর আবেদন দাখিল করা হবে।		

৪.	বিদেশের বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে বিদেশে গড়ে ওঠা মার্কেটে মৎস্য এবং মাংস রপ্তানির মাধ্যমে অর্থনেতিক উন্নয়ন সম্ভব।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৮১.৬৬ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। বিগত বছরের তুলনায় যা ১৮.৭১ শতাংশ বেশী। (২০২১-২২ অর্থবছরে ৬২.৯৫ কোটি টাকা)	এবিষয়ে আগ্রহী বেসরকারি উদ্যোক্তাদের অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব(মৎস্য/ প্রাস) চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
		বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের প্রতিনিধি সভায় জানান যে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে কর্পোরেশনের আওতাধীন চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর এবং মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ ও বিপণন কেন্দ্র, কক্সবাজার এর মাধ্যমে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৮৩২২৫.৩১ মেঃ টন (জুন ২০২৩ পর্যন্ত) মাছ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।		
		মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, -রপ্তানিযোগ্য মাছের গুণগতমান নিশ্চিত করে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। রপ্তানিতব্য মৎস্য পণ্যের লট ও প্রক্রিয়াজাত কারখানা পরিদর্শনপূর্বক নমুনা সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন রাসায়নিক ও জীবাণু পরীক্ষণ সম্পন্ন করে রপ্তানিতব্য পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিত করা হয়। -২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৬৯৮৮০.৫৯ মে.টন হিমায়িত মাছ, বরফায়িত মাছ, চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪৪২.৭৭ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে। -২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩২৯৬.৬৪ মে.টন উপযাত দ্রব্য রপ্তানি করে ৪.০৯ মিলিয়ন ইউ এস ডলার আয় হয়েছে।		
৫.	দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে উন্নত জাতের গরু, গাভি, মহিষের জাত উন্নয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি ব্যবহার করে গবাদিপশুর জেনেটিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক দুধ উৎপাদনশীল গাভীর সংখ্যা বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। দেশব্যাপী ৪,৫৩৫ টি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন করার জন্য ২০২২-২৩ অর্থ বছরে জুন মাস পর্যন্ত মোট ৪৬.২৬ লক্ষ ডোজ তরল এবং হিমায়িত সিমেন উৎপাদনের মাধমে ৪২.৪৫ লক্ষ কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন হয়েছে এবং এ সময়ে ১৬.৫৩ লক্ষ বাচ্চা জন্ম নিয়েছে। গাভী ও মহিষের জাত উন্নয়নে অধিদপ্তরের আওতায় বর্তমানে “কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন” (৩য় পর্যায়) ও “মহিষ উন্নয়ন” (২য় পর্যায়) নামে দুটি প্রকল্প চলমান আছে।	উন্নত জাতের গবাদি পশু উৎপাদনের জন্য গবেষণা কার্যক্রমে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করতে হবে এবং কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/প্রাস)/মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএলআরআই
		মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, -ভবিষ্যতে ব্যবহারের লক্ষ্যে উন্নত কৌলিক বৈশিষ্ট্যের ষাঁড়/পাঁঠার বীজ সংগ্রহ করার নিমিত্ত সিমেন ব্যাংক তৈরী করা হচ্ছে। -মহিষের ১১ টি প্রকল্প এলাকায় খামারী পর্যায়ে মোট ৪৮,৫৮০ টি মহিষ সনাক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি প্রকল্প এলাকায় ৫০ জন করে মোট ৫৫০ মহিষ পালনকারী খামারীকে বিজ্ঞানভিত্তিক মহিষ পালন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।		

৬.	সমুদ্র বিজয়ের ফলে পরিধি ও বিস্তৃতি বেড়ে যাওয়ায় গভীর সমুদ্রে মাছ সংরক্ষণ ও আহরণ নিয়ন্ত্রিত এবং সঠিক পদ্ধতিতে আহরণের পদক্ষেপ নিতে হবে।	-অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সামুদ্রিক জলসীমার আনুমানিক ২০ শতাংশের মত এলাকায় বর্তমানে মৎস্য আহরণ করা হচ্ছে। সামুদ্রিক এ মৎস্য আহরণের প্রায় সবটুকুই উপকূলীয় এবং সেলফ সি এলাকায় পরিচালিত হয়। সম্ভাবনাময় ও বিস্তৃত গভীর সমুদ্র এলাকা এবং আন্তর্জাতিক জলসীমা হতে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মৎস্য আহরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক ইতোমধ্যে 'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মৎস্য আহরণে পাইলট প্রকল্প' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তবে তিনি মনে করেন বাংলাদেশ এ বিপুল জলরাশি হতে মৎস্য আহরণের জন্য বেসরকারি উদ্যোক্তা পাচ্ছেনা। তাই বিএফডিসি এ কাজে এগিয়ে আসতে পারে। -বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন এর তথ্য থেকে জানা যায় যে, গত ১৮ আগস্ট ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি'র (ECNEC) সভায় গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সরকারি খাতে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের মাধ্যমে প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নিতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তদপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত 'গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে সক্ষমতা অর্জন, সংরক্ষণ ও বিপণন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটি চূড়ান্তভাবে প্রণয়নের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে বিধায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অধীন একটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Infrastucture Investment Facilation Company (IIFC)-কে প্রস্তাবিত প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের অনুরোধ সম্বলিত পত্র প্রেরণ করা হলে তাঁরা গত ২৩ জুলাই ২০২৩ তারিখে যাচাই কার্যক্রমটি সম্পাদনের সম্মতিসহ ৯৮৭.০০ (নয়শত সাতাশি) লক্ষ টাকার একটি আর্থিক প্রস্তাব প্রেরণ করেন। বর্তমানে আর্থিক প্রস্তাবনাটির উপযুক্ততা নিরূপণের কাজ চলমান রয়েছে। উপযুক্ততা নিরূপণ শেষে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প প্রস্তাব নির্ধারিত ছকে প্রণয়নপূর্বক প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	গৃহীত 'গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণে সক্ষমতা অর্জন, সংরক্ষণ ও বিপণন এবং বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ' শীর্ষক প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা যাচাই আগামী ৩(তিন) মাসের মধ্যে করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ পরিকল্পনা)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ চেয়ারম্যান, বিএফডিসি/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৭.	দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের জন্য কো-অপারেটিভের মাধ্যমে খামার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, 'সমন্বিত প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন" প্রকল্পের মাধ্যমে ৫,৫০০ টি প্রডিউসারস গ্রুপ গঠন করা হয়েছে যা সমবায় অধিদপ্তরের আওতায় নিবন্ধনের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ সকল প্রডিউসারস গ্রুপের ২,৪৫,৬১৩ জন খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় লজিষ্টিকস এবং ইনপুট সরবরাহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া এনএটিপি ফেজ-২ প্রকল্পের আওতায় Agricultural Innovation Fund এর মাধ্যমে নির্বাচিত ৮০৮২ টি কমন ইন্টারেস্ট গ্রুপ (সিআইজি) এর মধ্যে ১০৮০ টি সিআইজি ও ১৮৩ ব্যক্তি উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণসহ ম্যাচিং গ্র্যান্ট হিসেবে সর্বমোট ৪৯ কোটি ৮১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা বিতরন করা হয়েছে।	বেসরকারি খামার প্রতিষ্ঠার জন্য নিবন্ধনের কার্যক্রম দ্রুত শেষ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

৮.	দুধ ও মাংসের চাহিদা পূরণে দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় মহিষের খামার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশের ২০০ টি উপজেলায় মহিষের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি, দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলের চর এলাকায় মহিষ খামার স্থাপনের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তুতির জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই সমাপ্ত হয়েছে এবং প্রকল্প প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান আছে।	দেশের দক্ষিণ এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিরাট চর এলাকায় গৃহীত নতুন প্রকল্পের আগামী ২২.০৮.২০২৩ তারিখের মধ্যে তালিকা প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
৯.	Black Bengal Goat -এর মাংস মধ্যপ্রাচ্যে খুবই জনপ্রিয় বিধায় প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতিকে জোরদার করে মধ্য প্রাচ্যের বাজারে স্থান করে নেয়া যেতে পারে।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, বর্তমানে Meat Processing প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ হতে মালদ্বীপ ও কুয়েতে Black Bengal Goat-এর হালাল মাংস রপ্তানি করছে। ছাগলের মাংস রপ্তানির প্রধান বাধা পিপিআর রোগ দূরীকরণে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় Mass Vaccination কার্যক্রম পরিচালিত হবে। এছাড়া, ছাগল ও ভেড়ার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও বিপণন ব্যবস্থা জোরদারকরণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক 'বেঙ্গল জাতের ছাগল ও উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক একটি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও যাচাই সভা শেষে ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট সভায় জানান যে, মাঠ পর্যায়ে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম ব্যাপকভাবে পরিচালনার জন্য উপযুক্ত মানসম্পন্ন সিমেন এক্সটেন্ডার নির্বাচন, সঠিক প্রজননের সময় নির্বাচন, হিমায়িত বীজ উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন ও ফলাফল মূল্যায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ক) Black Bengal Goat-এর উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গৃহীত প্রকল্প গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে। খ) ছাগলের কৃত্রিম প্রজনন কাজ দ্রুত শুরু করার জন্য বিএলআরআই প্রয়োজনীয় গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১০.	বিদেশে প্রচুর চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ভেড়ার মাংস উৎপাদনে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।	মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সভায় জানান যে, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্পের উপকারভোগীদের মধ্যে ভেড়া বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়াও মৎস্য অধিদপ্তরের কয়েকটি প্রকল্পের মাধ্যমে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য অন্যান্য প্রাণীর সাথে ভেড়াও বিতরণ করা হচ্ছে। এর ফলে দেশের ভেড়ার উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।	বিদেশে মানসম্মত ভেড়ার মাংস রপ্তানির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা/ প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর/ মহাপরিচালক, বিএলআরআই
১১.	মালয়েশিয়াতে ঝিনুকের চাহিদা থাকায় কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি প্রক্রিয়াজাত করণের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, -২০২২-২৩ অর্থবছরে মালয়েশিয়ায় মোট ১.৬৫ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ৪২৩.৮৯ মে.টন কাঁকড়া এবং ০.০১৪ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ৩.৬৫ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। -২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৪১.১৫ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ৭,৪৫২.১৫ মে.টন কাঁকড়া এবং ১৬.১৬ মিলিয়ন ইউ.এস. ডলার মূল্যের ৪,৬৫৬.৪৭ মে.টন কুচিয়া রপ্তানি করা হয়েছে। -গণচীনের General Administration of China Customs (GACC) কর্তৃক বাংলাদেশের ১৪টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে চীনে জীবিত কাঁকড়া ও কুঁচিয়া রপ্তানির অনুমতি প্রদান করেছে। ১৪টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চীনে কাঁকড়া, কুঁচিয়া রপ্তানি হচ্ছে। আরো ১৭টি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের প্রোফাইলসহ তালিকা চীনে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ চীনে কাঁকড়া কুঁচিয়া রপ্তানির অনুমতির জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।	কাঁকড়া, শামুক, ঝিনুক ইত্যাদি বিদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির পরিমাণ আরো বাড়াতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

১২.	গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাঁস-মুরগির খামারসহ যে সকল খামারে ঋণ প্রদান করা হয়েছে সেগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তদারকি করতে হবে।	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের আওতায় ১৯৯৬-৯৭ হতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জানুয়ারি/ ২০১৯ খ্রিঃ পর্যন্ত ১ লক্ষ ২৯ হাজার ১০৮ জন সুফলভোগীর মাঝে সর্বমোট ৮৬ কোটি ২১ লক্ষ টাকা (মূল বিনিয়োগ+পুনঃ বিনিয়োগ) বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৯৭-৯৮ হতে জুন /২০২৩ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আদায়কৃত টাকার পরিমাণ ৬৮ কোটি ২৩ লক্ষ ০৪ হাজার ০৬ শত ৪৪ টাকা। আদায়ের হার ৭৯.২%। ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে তদারকি অব্যাহত আছে।	ক্ষুদ্র ঋণ ও ঘূর্ণায়মান তহবিলের অর্থ বিতরণ ও আদায় নীতিমালা অনুযায়ী অব্যাহত রাখাসহ অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (প্রাস)/ মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১৩.	মৎস্য অধিদপ্তরের জনবল কাঠামো সংশোধন ও পুনর্গঠন করে ইউনিয়ন পর্যন্ত সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ।	মহাপরিচালক (চ. দা.), মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৯/১১/২০২২ তারিখের ২৯৮ নং স্মারকমূলে মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য ১০১ (একশত এক) টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং রাজস্বখাতে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে ১,৭৩৭ (এক হাজার সাতশত সাঁইত্রিশ) টি পদসহ মোট ১,৮৩৮ (এক হাজার আটশত আটত্রিশ) টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের শর্ত মোতাবেক অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে এ বিষয়ে গত ১৩/০২/২০২৩ তারিখের ৪৮ নং পত্রে 'বর্তমান বৈশ্বিক সংকট ও কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের বিভিন্ন ব্যয় সংকোচন নীতির প্রেক্ষাপটে প্রস্তাব আপাততঃ বিবেচনা করা যাচ্ছে না' মর্মে জানান। গত ০৭/০৬/২০২৩ তারিখের ১৩১ নং পত্রের মাধ্যমে পুনরায় অর্থ বিভাগে ১,৮৩৮ (এক হাজার আটশত আটত্রিশ) টি পদ সৃজনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

৪। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ন্যায় যে সকল নির্দেশনাসমূহ শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থা প্রধান-কে শতভাগ বাস্তবায়ন মর্মে জরুরি ভিত্তিতে প্রতিবেদন দিতে হবে। এরুপ প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত মর্মে গণ্য করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জানাতে হবে।

৫। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির ন্যায় যে সকল নির্দেশনাসমূহ শতভাগ বাস্তবায়িত হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে বাদ দেয়ার বিষয়ে প্রশাসন-২ অধিশাখার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট পরিচালকের সাথে পুনরায় যোগাযোগ করবেন।

৬। গত ০১/০৪/২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন:

ক্র. নং	আলোচ্যসূচি	আলোচনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিবরণ	মৎস্য ও চিংড়ি সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির ৩য় সভার সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়নে
১.	দেশের অর্থনীতিতে সমুদ্র সম্পদের অপার সম্ভাবনা বিবেচনায় সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৯/১১/২০২২ তারিখের ২৯৮ নং স্মারকমূলে মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য ১০১ (একশত এক) টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং রাজস্বখাতে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে ১,৭৩৭ (এক হাজার সাতশত সাঁইত্রিশ) টি পদসহ মোট	অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

	উন্নয়নসহ দেশের মৎস্য সম্পদের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন।	১,৮৩৮ (এক হাজার আটশত আটত্রিশ) টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের শর্ত মোতাবেক অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে এ বিষয়ে গত ১৩/০২/২০২৩ তারিখের ৪৮ নং পত্রে বর্তমান বৈশ্বিক সংকট ও কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের বিভিন্ন ব্যয় সংকোচন নীতির প্রেক্ষাপটে প্রস্তাব আপাততঃ বিবেচনা করা যাচ্ছে না মর্মে জানান। গত ০৭/০৬/২০২৩ তারিখের ১৩১ নং পত্রের মাধ্যমে পুনরায় অর্থ বিভাগে ১,৮৩৮ (এক হাজার আটশত আটত্রিশ) টি পদ সৃজনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।		
২.	পরিবেশবান্ধব ও উন্নত চাষ পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে টেকসই ভিত্তিতে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও নির্মাণ এবং চিংড়ি চাষিকে স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান।	চিংড়ি সেক্টরের উন্নয়নের লক্ষ্যে চিংড়ি চাষিদের ঋণ প্রদানের শর্তসমূহ সহজীকরণ করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ বাস্তবায়ন নীতিমালায় অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) এ বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা করা যেতে পারে মর্মে সভায় অভিমত প্রকাশ করেন। গত ১৭/০৭/২০২৩ তারিখে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যাক্রম টেকসইভিত্তিতে পরিচালনার নিমিত্ত উপকূলীয় এলাকায় বিদ্যমান অবকাঠামো বিশেষত: পোল্ডারের স্লুইসগেটসমূহ চিংড়ি ঘেরে পরিকল্পিত পানি প্রবেশ ও নির্গমন উপযোগী করে সংস্কার/পুন:নির্মাণের জন্য ইতোমধ্যে গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানানোর জন্য পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	ক) উপকূলীয় এলাকায় পোল্ডারের স্লুইসগেটসমূহ সংস্কার/পুনঃনির্মাণে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, তথা পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়-কে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য পুনরায় পত্র প্রেরণ করতে হবে। খ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং এ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা আহবান করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
৩.	নিরাপদ মৎস্য সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রমের সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, National Residue Control Plan (NRCP)-এর আওতা বৃদ্ধিকরণ এবং মান নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা প্রদান।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৯/১১/২০২২ তারিখের ২৯৮ নং স্মারকমূলে মৎস্য অধিদপ্তরের জন্য ১০১ (একশত এক) টি ক্যাডার পদ স্থায়ীভাবে এবং রাজস্বখাতে বছর বছর সংরক্ষণের ভিত্তিতে ১,৭৩৭ (এক হাজার সাতশত সাঁইত্রিশ) টি পদসহ মোট ১,৮৩৮ (এক হাজার আটশত আটত্রিশ) টি পদ সৃজনে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সম্মতি জ্ঞাপন করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের শর্ত মোতাবেক অর্থ বিভাগের ব্যয় ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে এ বিষয়ে গত ১৩/০২/২০২৩ তারিখের ৪৮ নং পত্রে বর্তমান বৈশ্বিক সংকট ও কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের বিভিন্ন ব্যয় সংকোচন নীতির প্রেক্ষাপটে প্রস্তাব আপাততঃ বিবেচনা করা যাচ্ছে না মর্মে জানান। গত ০৭/০৬/২০২৩ তারিখের ১৩১ নং পত্রের মাধ্যমে পুনরায় অর্থ বিভাগে ১,৮৩৮ (এক হাজার আটশত আটত্রিশ) টি পদ সৃজনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

৪.	রুই জাতীয় মাছের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ এবং এ নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. দীর্ঘ অভয়াশ্রম স্থায়ীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, অর্থের সংকুলান ও আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়।	মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর সভায় জানান যে, • বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণার সরকারি সিদ্ধান্ত হওয়ায় হালদা নিয়ে নতুন করে কর্ম প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। • 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ০৫/০৭/২০২৩ তারিখের পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন চলমান। • প্রস্তাবিত 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়)' শীর্ষক প্রকল্পে 'বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ' এর স্মৃতি স্মারক হিসেবে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ম্যুরাল নির্মাণের সংস্থান রাখা আছে। বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট থেকে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি ম্যুরাল স্থাপনের অনুমোদন ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২৪/০৫/২০২৩ তারিখ হালদা নদীতে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ বাস্তবায়ন তদারকি কমিটির সভায় সাতারঘাট হালদা ব্রিজ সংলগ্ন রাউজান উপজেলার গহিরা মৌজায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন বিএস ৩ নং খতিয়ানের ১৯৯৯ নং দাগের ১ (এক) একর জমিতে মনুমেন্ট স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।	রুই জাতীয় মাছের স্বতন্ত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী সংরক্ষণ এবং এ নদীতে স্থাপিত ৪০ কি.মি. দীর্ঘ অভয়াশ্রম স্থায়ীভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (মৎস্য)/ মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

৭। নিম্নবর্ণিত নির্দেশনাসমূহ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে:

১.	সকল সরকারি ক্রয়ের দরপত্র ই-টেন্ডারিং ২০১৬ সালের মধ্যে করা যায় তা নিশ্চিতকরণ;
২.	২০০৯-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত দু'টি বার্ষিক প্রতিবেদনকে সমন্বিত করে একটি প্রতিবেদন তৈরি;
৩.	মেঘনা নদীর তীরবর্তী স্থানে এবং কক্সবাজারের সোনাদিয়াতে মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকের উপস্থিতির ওপর জরিপ পরিচালনা;
৪.	গণভবনের লেক মুক্তা চাষের উপযোগী হলে সেখানে মুক্তার প্রদর্শনী চাষকরণ;
৫.	জাতীয় প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি ব্যবস্থাপনা ইনস্টিটিউট এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন প্রকল্প গ্রহণ;
৬.	২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে বাংলাদেশ যাতে মাথা উচু করে দাঁড়াতে পারে তার জন্য সকলকে একসাথে কাজকরণ;
৭.	এ মন্ত্রণালয়ের কাজের পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উইংয়ের জন্য একটি করে দুইটি অতিরিক্ত সচিবের পদ সৃজন;
৮.	১০ বছর মেয়াদি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা এবং চলতি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে দক্ষতার সাথে কাজ করা;
৯.	বাংলাদেশের দক্ষিণে একটি মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা;
১০.	দেশের জেলা শহরের পুকুর/ জলাশয়গুলো উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের শর্তাবলী প্রতিপালনসহ একটি যথাযথ দলিল প্রণয়ন করে স্বল্প মেয়াদে যথোপযুক্ত শর্ত আরোপসহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর আওতায় লিজ দিয়ে তাঁদের মাধ্যমে পুনঃখনন করে মৎস্য চাষ উপযোগী করে গড়ে তুলা;
১১.	সরকারি চিড়িয়াখানা, মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট ইত্যাদি থেকে যে রাজস্ব আয় হয় তার একটি নির্দিষ্ট পরিমান অংশ ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রয়োজনে ব্যয় করা;
১২.	মনিটরিং ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে খাদ্য দ্রব্যে ফরমালিন মিশ্রনের বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রাখা;
১৩.	বাণিজ্যিক চাষের উদ্দেশ্যে মুক্তার আকার বড় করার ওপর গবেষণা জোরদার করা;
১৪.	ইমেজ পার্ল বা চ্যাপ্টা মুক্তার চাহিদা থাকায় বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদনের লক্ষ্যে এর উপর গবেষণা করা;
১৫.	টেকসইভিত্তিক জাতীয় মাছ ইলিশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত ''ইলিশ উন্নয়ন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন'';

১৬.	প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ির রেণু/পোনা আহরণ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে চিংড়ি পোনা আহরণকারী দরিদ্র জেলেদের ভিজিএফ সহায়তা প্রদান ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
১৭.	মৎস্য খাদ্যে স্থানীয়ভাবে আমিষের উৎস বাড়ানোর উদ্যোগ গ্রহণ;
১৮.	তিস্তা বাঁধ প্রকল্পের সেচ ক্যানেলে মাছচাষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি প্রদান;
১৯.	উপরোল্লিখিত কাজ সুষ্ঠুভাবে করার লক্ষে দীর্ঘ ও ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নিমিত্ত একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে পেশ করন;
২০.	কোন ধরণের Treatment ছাড়া প্রকৃতি থেকে সংগৃহিত মুক্তা বহু বছর রেখে দিলে এক সময় মুক্তাগুলি বিলীন (Disappear) হয়ে যায় কেন, এর কারণ অনুসন্ধান।

৮। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০/৮/২৬

(ড. নাহিদ রশীদ)
সচিব

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি ও নির্দেশনাসমূহের অগ্রগতি বাস্তবায়নের উপর এ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ৩১/০৭/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা:

ক্রঃ নং	কর্মকর্তার নাম, পদবী ও অফিস ঠিকানা	টেলিফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.	নৃপেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	01718677725	[signature] ৩১/৭/২০২৩
২.	মো: [illegible] অতিঃ সচিব (পরিকল্পনা)	01556597861	[signature] 31.7.2023
৩.	ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর	01712566134	[signature] ৩১/৭/২৩
৪.	[illegible] মহাপরিচালক, [illegible]	[illegible]	[signature] ৩১/০৭/২৩
৫.	নীলুফা আক্তার, যুগ্মসচিব	[illegible]	[signature] ৩১/৭/২৩
৬.	মোহাম্মদ [illegible] উপসচিব (প্রশাসন-২)		[signature] ৩১/৭/২৩
৭.	মো: [illegible] হোসেন, যুগ্মসচিব	01712721075	[signature] ৩১/৭/২৩
৮.	মো: আবদুর রহমান, উপসচিব		[signature] ৩১/০৭/২০২৩
৯.	মো: ইলিয়াস হোসেন, সিস্টেম এনালিস্ট, MOFL	01517268273	[signature] ৩১/০৭/২০২৩
১০.	ড. [illegible] মহাপরিচালক (চ.দা.) [illegible]	01712884[illegible]	[signature] ৩১/৭/২৩
১১.	মো: ফজলুল হক, এডিশনাল পরিচালক (যুগ্মসচিব), BFDC	01552-353626	[signature] ৩১/০৭/২০২৩
১২.	ডা. [illegible], মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর	01712-689625	[signature] ৩১/০৭/২৩
১৩.	ডা: গোপাল চন্দ্র [illegible] [illegible]	01715454677	[signature]
১৪.	মোহাম্মদ হাবীবুর রহমান, যুগ্ম সচিব	01911-886681	[signature] ৩১/৭/২৩
১৫.	ড: মো: [illegible] [illegible]	01711131689	[signature] ৩১/০৭/২০২৩
১৬.			
১৭.			